Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩১ আগস্ট, ২০২১

৪৪ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ৩০ আগস্ট, ২০২১, সোমবার, ১৩ ভাদ্র, ১৪২৮

প্রয়াত জগবন্ধু হাজরাকে স্মরণ করলেন দক্ষিণ দামোদরের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খণ্ডঘোষ, ২৯ আগস্ট : খণ্ডঘোষ-রায়না এলাকার মানুষ স্মরণ করলেন জগবন্ধু হাজরাকে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর-পরই যাঁরা একবুক প্রত্যাশা নিয়ে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি, শোষণ বঞ্চনাহীন সমাজ গড়ার লক্ষে নিজেদের নিয়োজিত করে দক্ষিণ দামোদর এলাকার কমিউনিস্ট আন্দোলনকে প্রসারিত করেছিলেন তাঁদের অন্যতম সেনানায়ক এই জগবন্ধু হাজরা। তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় তাঁর নিজগ্রাম চাগ্রামে। আয়োজক ছিল সিপিআই(এম) খণ্ডঘোষ-১ এরিয়া কমিটি। তাঁকে স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও কৃষক নেতা অমল হালদার, জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, রাজ্য কমিটির সদস্য সৈয়দ হোসেন, দলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বীরেশ মণ্ডল প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন তাঁর প্রবীণ সহকর্মী অরাতিসূদন পাঁজা। শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন খণ্ডঘোষ-১ এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেশবন্ধু হাজরা। সভার শুরুতে বহু মানুষ তাঁর

ছবি : মুরারীমোহন মণ্ডল

প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। মাল্যদান করেন প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা অরিন্দম কোঙার, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী প্রমুখ। এদিন তাঁর দুই নাতি বিশ্বরূপ হাজরা ও স্বরাজবন্ধু হাজরা 'গণশক্তি' তহবিলে কুড়ি হাজার টাকা জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিকের হাতে তুলে দেন।

জগবন্ধু হাজরা ৯৫ বছর বয়সে ২৮ এপ্রিল বর্ধমানের এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালে সরঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। সেই সময় গোকুলানন্দ রায়ের সঙ্গে এলাকায় কৃষক ও মেহনতি মানুষের আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সমগ্র দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রসারিত করতে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি সিপিআই(এম) সাবেক বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। এদিনের শোকসভায় অগণিত মানুষ হাজির হয়েছিলেন তাঁদের প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে।

করুণা ভট্টাচার্যের জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ আগস্ট : সিপিআই(এম)-এর প্রবীণ নেতৃত্ব তথা সর্বক্ষণের কর্মী করুণা ভট্টাচার্য (৭৮)-এর জীবনাবসান হয়েছে। অবিভক্ত বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য ও কালনা জোনাল কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এদিন সন্ধ্যা ৭টা ৫৫ মিনিটে। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। করুণা ভট্টাচার্যের জীবনাবসানে গভীর শোকপ্রকাশ করেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর, আভাস রায় চৌধুরি প্রমুখ। খবর পেয়ে সকালে কালনা-২ ব্লকের বালিন্দর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান পার্টি নেতা-কর্মী ও অনুরাগীরা। এখানে পুষ্পস্তবক দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান পার্টির নেত্রী অঞ্জু কর, কালোবরণ কুণ্ডু, সনাতন টুডু, মোহাম্মদ শাহ প্রমুখ। তাঁর মৃতদেহ বাড়ি থেকে বৈদ্যপুর পার্টি অফিস, সেনেরডাঙা পার্টি অফিস, কালনা শহর পার্টি অফিসের পর কালনা শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। শ্রদ্ধা জানান প্রবীণ পার্টি নেতা বীরেন ঘোষ, বীরেন বসুমল্লিক, কেশব ঘোষ প্রমুখ। যুব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রয়াত করুণা ভট্টাচার্য্য পার্টির সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬৬ সালে তিনি সদস্যপদ লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি সেই পদে আসীন ছিলেন। পরে তিনি ওতপ্রোতভাবে কৃষক আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৯ সালে বহরকুলি গ্রামে মোড়লদের খাস জমি দখল করতে গিয়ে জেলে যেতে হয়। এক বছর হাজতবাস করার পরেও তিনি থেমে থাকেননি। পরবর্তীতে শিক্ষক আন্দোলন ও আরেকটি জমির আন্দোলন করতে গিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। কর্মজীবনে তিনি হুগলি জেলার পাঁচগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের যুগে তাঁকে দীর্ঘ ৬ বছর বাড়ি ছেড়ে থাকতে বাধ্য হতে হয়েছিল। তার ৩ বিবাহিত কন্যা, জামাই, নাতি-নাতনি এবং স্ত্রী বর্তমান।

জেলা কৃষক সম্মেলন ধাত্রীগ্রামে, অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ আগস্ট : সারা ভারত কৃষক সভার ৪০তম পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্মেলনের আজ অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২ অক্টোবর ধাত্রীগ্রামে। সম্মেলন স্থানের নামকরণ করা হয়েছে আব্দুর রাজ্জাক মণ্ডল নগর, জগবন্ধু হাজরা মঞ্চ এবং করুণা ভট্টাচার্য সভাকক্ষ। সভা অনুষ্ঠিত হয় ধাত্রীগ্রাম সুকান্ত মঞ্চে। এই সভায় বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার, জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন, বীরেন ঘোষ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সুকুল শিকদার। সভা শেষে বীরেন ঘোষকে সভাপতি ও শ্যামল দাসকে সম্পাদক করে ১০১ জনের অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়। উপদেষ্টামণ্ডলীতে রাখা হয়েছে ১৫ জনকে। এদিনকার সভায় বক্তারা বলেন, পূর্ব বর্ধমান জেলায় কৃষক আন্দোলনের একটা ঐতিহ্য আছে। সেই ঐতিহ্য মেনে ইতিমধ্যেই লাল ঝাণ্ডা নিয়ে গলসিতে জমি দখলের আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই জমি দখলের লড়াই-এর মধ্য দিয়েই কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করবে কৃষকসভা। কৃষকদের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে তারা বলেন, রাজ্যের কৃষকরা ফসলের লাভজনক দাম পাচ্ছেন না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন কৃষকের আয় নাকি তিন গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। অথচ দিন দিন কৃষকরা কৃষিতে উৎসাহ হারাচ্ছেন। কৃষকের ফসলের ন্যূনতম দাম পাওয়ার ব্যবস্থাটাকেও ধ্বংস করছে কেন্দ্রীয় সরকার। নয়া কৃষি আইন করে চুক্তি চাষের মাধ্যমে কৃষকের জমি কর্পোরেট দের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত করা হচ্ছে।

সাধনা মল্লিক-কে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ আগস্ট, বর্ধমান : সারাভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি স্মরণ করলো রাজ্যের মহিলা আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী সাধনা মল্লিককে বর্ধমানের গুডশেড রোডে জাগরী সভাকক্ষে। স্মরণ সভার শুরুতে প্রয়াত নেত্রী সাধনা মল্লিকের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সভায় শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সুপর্ণা ব্যানার্জী।

স্মৃতিচারণ করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কণিনিকা ঘোষ বোস, রাজ্য সভানেত্রী মিনতী ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অঞ্জু কর, ভারতী ঘোষাল। সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদিকা শান্তি মজুমদার, সভানেত্রী কৃষ্ণা মজুমদার, গৌরী ব্যানার্জী প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা নেত্রী মণিমালা দাস।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব গুহ-র প্রয়াণে শোকাহত আমরা।
—নতুন চিঠি পরিবার

সহজ পাঠ শিক্ষানিকেতন গলসীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ২৬ আগস্ট : রবীন্দ্রমূর্তিতে মাল্যদান, জাতীয় সঙ্গীতের পর উদ্বোধন হল 'সহজপাঠ শিক্ষা নিকেতন'-এর। এ.পি.পি.টি.এ গলসী উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র নিয়ে এই পাঠশালা। ছুটির দিন বাদে সবদিনই চলবে এই পাঠশালা। করোনা মহামারিকালে সব স্কুল বন্ধ। শিক্ষা ব্যবস্থা শিকেয় উঠেছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই শিশু শিক্ষার্থীরা। এর মাঝে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব বিশ্বনাথ দাস, জোনাল সম্পাদক মোস্তাক আহমদ চৌধুরী, জাহাঙ্গীর মণ্ডল। বিভাস মাজি, সুমন নন্দী প্রমুখ।

সুটরাঘাটে চরম ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করছে মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৫ আগস্ট : সুখা মরসুমে বাঁশের সেতু। আর ভরা বর্ষায় নৌকা। ডাঙ্গায় পুঁতে রাখা গোঁজের দড়ি ধরে মারো টান, নৌকায় বসে হবে খড়ি নদীর নৌকা পারাপার। এই ভাবেই ঐতিহাসিক সুটরাঘাটে ঝুঁকিপূর্ণ নদী পারাপার চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। এ রাজ্যের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় আসার আগে মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল শুটরাঘাটে খড়ি নদীর উপর দিয়ে পাকা সেতু হবে। গ্রামের মধ্য দিয়ে পাকা সড়ক হবে। কিন্তু মানুষকে স্বপ্ন দেখানোই সার। আজও পাকা সেতুর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। তাই বর্ষাকালে নৌকায় আর সুখা মরশুমে ঝরঝরে বাঁশের সেতু বেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ নদী পারাপার করতে

হচ্ছে হাজার হাজার মানুষজনকে। কারণ রাস্তা নেই, ঘাট নেই, নৌকায় ওঠার কোন সিঁড়ি পর্যন্ত নেই। লাফ মেরে নৌকা চাপতে হচ্ছে। নদীর দুই পাড়ে বাধা দড়ি টেনেই নৌকা চালাতে হচ্ছে। অথচ এই শুটরার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। রাস্তা ও পাকা সেতুর চাহিদা অপরিসীম। কেন? এক সময় আদি সুরের পুত্র ভু-সুরের রাজধানী ছিল এই শুটরাতে। এক পাড়ে পূর্বস্থলীর দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অপর পাড়ে মন্তেশ্বরের মামুদপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। দুই পাড়ের মানুষজনকে জীবিকার টানে প্রতিদিনই নদী পারাপার করতে হয়। এমনকি পূর্বস্থলীর সাত/আট শো ছাত্র ছাত্রীকে প্রতিদিনই নদী পাড় হয়ে শুটরা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তে যেতে হয়। যদিও বর্তমানে লকডাউন এর কারণে স্কুল বন্ধ আছে। এলাকার মানুষ ছাড়াও নদীয়া জেলার বহু মানুষ এই পথ ধরেই বর্ধমান যাতায়াত করেন। এই ফেরিঘাট প্রতি বছর বিলি করে হাজার হাজার টাকা রাজস্ব আদায় করে বর্ধমান জেলা পরিষদ। কিন্তু সুটরা ঘাট উন্নয়নের জন্য কিছুই করেনি বলে এলাকার মানুষের অভিযোগ।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২১

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারের শারদ সংখ্যা সমৃদ্ধ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত লেখক কবির পাশাপাশি নবীন প্রতিভাবান লেখক-কবিদের রচনায়।

অগ্রিম অর্ডার দিন ।। মূল্য : ৫০ টাকা

নতুন চিঠি

৩০ আগস্ট, ২০২১

তাঁরা বেঁচে আছেন তো?

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন (২৮/০৮) বলেছিলেন, কাবুল বিমানবন্দরে আরেকটি হামলার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে, (২৯/০৮) এই হামলা হতে পারে। 'সুনির্দিষ্ট ও বিশ্বাসযোগ্য হুমকি' থাকায় মার্কিন নাগরিকদের ওই এলাকা এড়িয়ে চলার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। কাবুল বিমানবন্দরের কাছে একটি আত্মঘাতী বোমা হামলায় গত (২৬/০৮) অন্তত ১৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইসলামিক স্টেট গ্রুপের স্থানীয় শাখা ইসলামিক স্টেট ইন খোরাসান প্রদেশ (আইএস-কে) ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে। পাল্টা জবাব হিসাবে পরদিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ড্রোন হামলা চালিয়ে, শীর্ষস্থানীয় দুই জন আইএস-কে নেতাকে হত্যা করা হয়েছে। যারা নাকি আগের দিনের হামলা পরিকল্পনার বাস্তবায়নকারী ছিলেন। (২৮/০৮) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আর একটি বিবৃতিতে বলেন, এই (ড্রোন) হামলাই শেষ নয়। (২৬/০৮)-র জঘন্য হামলার সঙ্গে যে ব্যক্তি জড়িত থাকুক না কেন, তাদের খোঁজ আমরা চালিয়ে যাবো এবং উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

জো বাইডেন-এর এই কণ্ঠস্বর মনে করিয়ে দেয় যুক্তরাষ্ট্রের আর এক পূর্বতন প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বরকে। তিনিও এভাবে তৎকালীন সময়ে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্যই বাইডেনের সাম্প্রতিক যুদ্ধছক গুটিয়ে নেবার কৌশলে নয়, রুদ্ধশ্বাস যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আশঙ্কা কয়েক ঘন্টার মধ্যে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। গতকাল (২৯/০৮) কাবুল বিমানবন্দরে হামলার চেষ্টা করছিল আত্মঘাতী আইএস খোরাসান (আইএসকে) জঙ্গীরা। কিন্তু মাঝপথেই ড্রোনের সাহায্যে গাড়ি সমেত তাদের নাকি নিকেশ করেছে মার্কিন সেনা।

রয়টার্স, বিবিসি-কে জানিয়েছে, ড্রোন হামলার নিন্দা জানিয়েছে তালিবানরা। তারা বলেছেন, আমেরিকানদের উচিৎ ছিল, আগে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আশঙ্কা মতো কাবুলের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের খুব কাছে (২৯/০৮) বিকেলে যে বিরাট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা কিছু ছবিতে দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে আকাশে। বিবিসির সংবাদদাতা জানিয়েছেন, সেখানকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে, সেখানে একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে। বিবিসির সাংবাদিক সেকান্দার কেরমানি আর একটি সূত্র উদ্ধৃতি করে জানিয়েছেন, এটি হয়তো একটি রকেট হামলা ছিল এবং এই রকেট বিমানবন্দরের কাছে একটি বাড়িতে আঘাত করেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স আরো খবর দিয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র এই সামরিক হামলা চালিয়েছে। এই হামলায় টার্গেট করা হয়েছিল ইসলামিক স্টেট গ্রুপের আফগান শাখার সদস্যদের। কাবুলে এখন আর খুব বেশি বিদেশি সাংবাদিক নেই। সঠিক তথ্য জানার সমস্যা আছে। আল জাজিরার একজন সাংবাদিক বলেছেন, আজ (২৯/০৮) সকালে তিনি কাবুল বিমানবন্দরে একটি মার্কিন বিমানও দেখতে পাননি।

তালিবানদের কব্জায় আফগানিস্তানে যারা নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন না, এমন আফগান এবং বিদেশিদের কাবুল থেকে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তালিবানদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কি কথা হয়েছে তা জানা সম্ভব নয়। তবে জানা গিয়েছে যুক্তরাজ্যের সৈন্য, কূটনৈতিক এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে শেষ ফ্লাইটটি কাবুল ছেড়েছে ইতিমধ্যে। দুই সপ্তাহ আগে বিমানে করে উদ্ধার অভিযান শুরু হওয়ার পর তারা এ পর্যন্ত আফগান ও বিদেশি নাগরিক মিলিয়ে কাবুল থেকে ১১০০০০ জনকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ন্যাটোর অন্যসব দেশ এরই মধ্যে তাদের উদ্ধার অভিযান সমাপ্ত করে চলে গেছে। সর্বশেষ ব্রিটেনের উদ্ধার ফ্লাইটগুলো কাবুল ছেড়েছে (২৮/০৮)। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতও আফগানিস্তান ছেড়েছেন সশরীরে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স একজন পশ্চিমী নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে বলেছে, এখনো এক হাজারের মতো বেসামরিক নাগরিক ফ্লাইট ধরার জন্য ঘরে ফেরার আশায় কাবুল বিমানবন্দরে রয়েছেন। আফগানিস্তানের অবস্থা এবং মার্কিন কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে রয়টার্স বা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের চাপান-উতোর খবরাখবরে ভারতীয়দের মনে আশঙ্কার বীজ উপ্ত হচ্ছে, পেটের জন্য এদেশে কাজ না পেয়ে দুটো অন্নসংস্থানের জন্য যারা ঘর ছেড়ে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ঘরে যারা ফিরতে পারেননি, তাঁরা বেঁচে আছেন তো?

সদস্য সংগ্রহে সাড়া পূর্বস্থলীতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৫ আগস্ট : সারা রাজ্য জুড়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ২০২১ সালের সদস্য সংগ্রহ চলছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পূর্বস্থলী-২নং আঞ্চলিক কমিটির অন্তর্গত নিমদহ শাখার উদ্যোগে এদিন সদস্য সংগ্রহ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। তালবোনা, পলাশবেড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম ঘুরে যুবরা ব্যাপক সাড়া পায়। এলাকার যুব নেতৃত্ব জানায় এবছর যুবরা আর আমাদের ফেরাচ্ছে না। খুব ভালো লাগছে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী ফকিরচন্দ্র রায়, রাসবিহারী বসু ও বটুকেশ্বর দত্তর ভূমিকা

শ্যামসুন্দর বেরা

জাতীয় কংগ্রেসের অহিংস এবং বিভিন্ন চরমপন্থী দলের দীর্ঘ সহিংস আন্দোলন, বিপ্লবীদের আত্মবলিদানের ফসল এই স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষে বিনম্র চিত্তে আমরা স্মরণ করি অবিভক্ত বর্ধমান জেলার কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে। বর্ধমান জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দীর্ঘ তালিকায় আছেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নিবারণচন্দ্র ঘটক, দুকড়িবালা দেবী, কাজী নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র রায়, রাসবিহারী বসু এবং বটুকেশ্বর দত্ত, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, সরোজ মুখার্জী, পুলিনবিহারী দাস, মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দাশরথি তা, রমারানি তা, বলাই দেবশর্মা, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, যাদবেন্দ্র পাঁজা, রাজকৃষ্ণ দীক্ষিত, বিজয় ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ। একই সঙ্গে উচ্চারিত হয় রাবেয়া বেগম, শামসুন্নেসা, নির্মলা সেন, বিভা কোনার প্রমুখের নাম। এই পর্বে আমরা স্মরণ করব ফকিরচন্দ্র রায়, রাসবিহারী বসু ও বটুকেশ্বর দত্তকে।

ফকিরচন্দ্র রায় : ১৩১২ সালের ৩১-এ কার্তিক বর্ধমান জেলার গলসি

থানায় শিড়রাই গ্রামে ফকিরচন্দ্র রায়ের জন্ম হয়, এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। পিতা সুরেন্দ্রনাথ এবং মাতা অভয়া দেবী। ১৯২৫ সালে রামগোপালপুর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী হয়ে তিনি প্রথম বর্ধমানে আসেন। সেই সময় বর্ধমান টাউন হলে কবি কাজী নজরুল ইসলাম এক সভায় যোগদান করেন। সেই সভা থেকেই ফকিরচন্দ্র স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হন। প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তিনি বর্ধমানের রাজ কলেজে আই.এ. পড়ার জন্য ভর্তি হন। বর্ধমানে থাকাকালীন তখনকার কংগ্রেসের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। এই সময়ে বর্ধমানে বিপ্লবী আন্দোলন ও গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। পড়াশোনার চেয়ে বিপ্লবের কাজে ফকিরচন্দ্র বিশেষ উৎসাহী হন।

বর্ধমানে যে আত্মীয়ের বাড়িতে তিনি প্রথমে থাকতেন বিপ্লবের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য সেই আত্মীয়ের বাড়ি ছাড়তে হয়। কিছুদিন পর-ভরসায় থাকার পর তিনি নবাব দোস্ত কায়েম লেনে ব্রাহ্ম মন্দিরে আশ্রয় নেন। সেখানে নিজের হাতে রান্না করে খেতেন। এই সময় বর্ধমানে প্রথম ছাত্র সম্মেলন ও যুব সম্মেলন হয়। উভয় সম্মেলনের অন্যতম মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ফকিরচন্দ্র। এই সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা প্রখ্যাত বিপ্লবী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী যোগদান করেন। জেলা ছাত্র ও যুব সম্মেলনের মাধ্যমে ফকিরচন্দ্র রায়ের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বর্ধমানে ছাত্র ও যুব সম্মেলনে আলোচনা প্রসঙ্গে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন 'তোমরা দাদা (বিপ্লবী নেতা) খুঁজছ কোথায়? বাংলার বিপ্লবের বড়দা চান্নায় রয়েছেন, বড়দা সন্ন্যাসী হয়েছেন এখন নাম নিরালম্ব স্বামী'। সেই সময়ে ফকিরবাবু, ড. দত্ত ও বিপিনবাবুর সঙ্গে চান্নায় যান বিপ্লবের বড়দাকে দেখতে। ঐ সময়ই বিপ্লবী অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হন।

১৯২৯-৩০ সালে লাহোরে জাতীয় কংগ্রেসের মণ্ডপে নিখিল ভারতীয় যুব সমিতি ও ছাত্র সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফকিরবাবু সেই সম্মেলনে বাংলার অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে যোগদান করেন। বর্ধমানে তিনি যে গুপ্ত সমিতি গঠন করেন তার নাম ছিল 'শ্রী' সংঘ। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা মন্মথ সেনের সাহায্যে তিনি প্রথমে মানকরের জমিদার রাধাকান্ত দীক্ষিত ও রানিগঞ্জের ভীমাচরণ রায়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। এই দু-জনই বর্ধমান কংগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। জেলা গুপ্ত সমিতি গঠিত হলে মন্মথ সেন সভাপতি ও ফকিরচন্দ্র রায় সম্পাদক হন। এই দলের সঙ্গে পরে যুক্ত হন সরোজ মুখোপাধ্যায়, বিনয় চৌধুরী, হেলারাম চট্টোপাধ্যায়।

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজেকে সারা ভারতবর্ষে নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। যাদবেন্দ্র পাঁজা, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে গান্ধীজির অহিংস পথে স্বাধীনতা আন্দোলন করেন এবং ফকিরবাবুকে বিপ্লবী দল থেকে পৃথক থাকার জন্য বলেন। কিন্তু ফকিরবাবু তাতে সম্মত হননি। তিনি সহিংস বিপ্লব মন্ত্রে যে দীক্ষা নিয়েছিলেন সে পথ থেকে কোনদিনই বিচ্যুত হননি। ব্রাহ্ম মন্দিরে থাকাকালীন বিপ্লবের কাজের জন্য ফকিরবাবু পুলিশের নজরে পড়েন। কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারে চার্লস টেগার্টের প্রাণনাশের জন্যে যে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল—ফকিরবাবু নাকি তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন—এই অভিযোগ তুলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনমাস কারাগারে থাকার পর পুলিশের এই অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস করে, কিন্তু জেল থেকে বাইরে আসা মাত্রই পুলিশ তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে। ফকিরবাবুকে বর্ধমান জেল থেকে বাংলার বিভিন্ন জেলে আটক রাখা হয় আট বছর। আট বছর পর তিনি বর্ধমানে আসেন কিন্তু ১৯৪২ সালে গান্ধীজির ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদানের জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং দমদম জেলে থাকেন দু-বছর।

তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিধায়ক থাকাকালীন বারবার সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও কোনো পদ বা অর্থকরী কোনো সাম্মানিক পদ গ্রহণ করেন নি। তাঁর বিপক্ষ দলও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করত। 'স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায়' হল তাঁর আত্মজীবনী। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৯৯০ সালের ১০ মার্চ তিনি প্রয়াত হন।

রাসবিহারী বসু : ভারতে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাকামী আন্দোলনের অন্যতম বিপ্লবী ছিলেন রাসবিহারী বসু। তিনি ছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অন্যতম সংগঠক। বিনোদবিহারী বসু ও ভুবনেশ্বরী দেবীর পুত্র রাসবিহারী জন্মগ্রহণ করেন দক্ষিণ দামোদর এলাকার সুবলদহ গ্রামে। দিনটি ছিল ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫মে। পিতা বিনোদবিহারী চন্দননগরে বাস করতেন। সে-হিসেবে প্রথমে মর্টন স্কুলে ও পরে ডুপ্লে কলেজে কিছুদিন পড়াশোনা করেছিলেন। অধ্যাপক চারু রায়ের প্রভাবে কানাই দত্ত, শ্রীশ ঘোষ, মতি রায় প্রমুখ চন্দননগরে যে বিশিষ্ট দল গড়ে তোলেন তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন রাসবিহারী। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের

আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে তল্লাশি চালাবার সময় তাঁর লেখা দুটি চিঠি পুলিশের হাতে পড়ে। তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। পরে অবশ্য মুক্তি পান। পুলিশের নজর এড়াতে দেরাদুনে চলে যান এবং সেখানে ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউটে হেড ক্লার্কের কাজে যোগ দেন। ক্রমে তিনি দেশবিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গোপনে গোপনে বাংলায়, যুক্তপ্রদেশে ও পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে শুরু করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। সৈন্যদের মধ্যেও বিপ্লবমন্ত্র প্রচার করতে থাকেন গোপনে। এরপর নানা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে লিপ্ত সন্দেহে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য বহু অর্থের পুরস্কার ঘোষণা করে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কাশীতে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সঙ্গে মিলিত হয়ে বেনারস সমিতি পুনর্গঠিত করেন। যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠনের বিস্তার ও উত্তরভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য তিনি লাহোর যান। গ্রেপ্তার এড়াতে লাহোর থেকে কাশী এবং সেখান থেকে কলকাতায় আসেন। কিন্তু লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর নাম প্রকাশিত হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে পি. আর. ঠাকুর নাম নিয়ে জাপানে চলে যান। সেখানে 'টোকিও-ইন্ডিয়ান লিগ' প্রতিষ্ঠা করেন। জাপান থেকেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান তিনি। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে জাপান মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তখন তিনি ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি স্থানের ভারতীয়দের নিয়ে 'আজাদ হিন্দ সংঘ' বা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ অব ইস্ট এশিয়া' গঠন করেন। পরে সুভাষচন্দ্র বসু জাপানে গেলে তিনি সুভাষচন্দ্রের হাতে আজাদ হিন্দ সংঘের নেতৃত্ব তুলে দেন। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই রাসবিহারী বসু বিবাহ করেন জাপানী কন্যা তোশিকো সোমাকে এবং তিনি সেখানেই থেকে যান। মৃত্যুর আগে জাপান সরকার রাসবিহারী বসুকে সে-দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'Second Order of the Merit of the Rising Sun' পদকে ভূষিত করে। ২১ জানুয়ারি ১৯৪৫-এ তিনি প্রয়াত হন।

বটুকেশ্বর দত্ত : তাঁর জন্ম ১৯০৮ সালে, খণ্ডঘোষের ওঁয়াড়ি গ্রামে।

১৯২৫-এ কানপুর থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে, কলকাতায় দরজির কাজ শেখেন। এই সময়েই ভগৎ সিং এবং চন্দ্রশেখর

—এরপর চারের পাতায়

স্মৃতির সরণী বেয়ে

কাকলী গায়েন

১৯৮৬-৮৭ সাল মহিলা সমিতির জেলা অফিস খোলা রাখা হবে সেই কারণে গৌরী ব্যানার্জী ও শ্যাম বোস সহ বিজ্ঞজনের পরামর্শ অনুযায়ী আমাকে বসতে হবে ঠিক হলো।

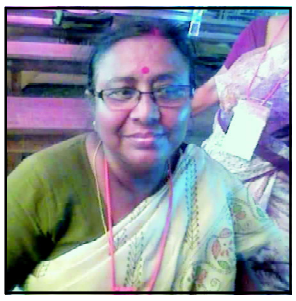

সেই তখন থেকে সাধনা মল্লিক (দিদি)-র সাথে আলাপ। অফিস তখন মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুলের গলির দ্বারকা নাথ তা-এর বাড়ির পাশে দুটি ঘর, বাথরুম পায়খানা, ট্যাপকল সহ। বাড়িটি ছিল এক বিধবার। রেবা লাহিড়ী, গীতা হাজরা, লক্ষ্মী পাল সহ সদস্যরা আলোচনা করে একটি আমরা আর একটি ঘরে এ.বি.পি.টি.এ অফিস হয়। সেখানে দীনু বাউরি আসতেন। ঠিক হলো বেলা ১২টা থেকে ৩-৪টা পর্যন্ত অফিস খোলা থাকবে। সাধনাদি প্রায় রোজই আসেন—সঙ্গে কোনো কোনো দিন ছোট্ট রানাও আসে। আমার মতো ছোট সাইজের মানুষকে তুই বলে ডাকা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। রোজই আমরা মুড়িমশলা খেতাম। সদস্যা জমা দেওয়ার জন্য সবাই আসতো পয়সা ঠিক মতো গুনে আমাকে রসিদ দিতে হতো। নানান দুষ্টমির ছলে রানা বলতো—তোমার এত পয়সা শুধু মুড়ি খাওয়াচ্ছো! দুষ্টুমি করে আমার পেন, পেনসিল ইত্যাদি কাজের জিনিস লুকিয়ে রাখতো, মজা লাগতো বেশ। এইভাবে অনেকগুলো দিন সাধনাদির সাথে কাটাতে কাটাতে কখন যেন এক পরিবারের লোক হয়ে গেলাম। কাটোয়ার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া, থাকা, তারপর কলকাতার অফিসে নিয়ে যাওয়া সবার সাথে পরিচয় করানো। জেলার সমস্ত জোনালগুলিতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ঘোরানো, পরিচিতি করানো, ঠিকমতো হিসাব রাখা। জমা-খরচ ঠিক করে লিখে খাতা সব লিখতে সাহায্য করা ইত্যাদি সমস্ত কাজ সাধনাদির কাছে শেখা। ১৫ বছর সম্পাদিকা ছিলেন, আমি অফিসের কাজ করে যাচ্ছি। সম্মেলন এলেই শ্যামদাকে, গৌরী বৌদিকে বলা হিসাব ঠিক মতো জেলার হিসাব রক্ষককে দিতে হবে। অতএব শ্যামদা উৎপল, রুদ্র ইত্যাদি কমরেডদের বলে দিতেনে ওরা যত্ন সহকারে করে দিতো। সাধনাদির অমায়িক ব্যবহার, হাসিমুখে সব কাজ গুছিয়ে করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল। মাতৃসুলভ-বড়দিসুলভ-অভিভাবক সুলভ ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করতো। এইভাবে চলছিল। সময় তো স্রোতের মতো বহমান। কোনো অসুবিধা হলেই সাধনাদি, গৌরী বৌদির শরণাপন্ন হতে হতো। আমার অভিভাবক হিসেবে এরা আমার কাছে প্রণম্য। তবে আর একজনের কথা না বললে ঠিক হবে না। তিনি হলেন অচিন্ত্য মল্লিক (দাদা)। তিনিও নানা কাজে উৎসাহ দিতেন। আমার আসল অভিভাবক তো অশোক ব্যানার্জী (দাদা), গৌরী ব্যানার্জী (বৌদি) এঁদের বাদে পরবর্তীতে আমার জীবনে সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন প্রয়াত কমরেড কমল গায়েন। বিয়ে তো হলো মহিলা সমিতি সমস্ত মহিলা নেতৃত্বরা এসেছিলেন। বড় সুখময় জীবনের ধারা বইছিল। কিন্তু বিধি বাম হল ২০১২ সালে কমরেড কমল গায়েন, কমরেড প্রদীপ তা খুন হয়ে গেলেন। মহাশূন্যতা আমাকে ঘিরে ধরলো কিন্তু দাদা (অশোক ব্যানার্জী) বুঝতে দিতেন না একাকীত্বকে স্নেহে যত্নে আমায় সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দিতেন। সাধনাদির ছেলে রানা ও তোতা (অশোকদাওগৌরী বৌদির মেয়ে) খুব আদরের ছিল। অকাল প্রয়াণে বৌদি দিশেহারা। দাদা স্থির থেকে আমাদের আগলেছেন। সাধনাদিও সমান দুঃখে আমার সাথে জর্জরিত। আমাদের রাতে ফোনে কথা হলো—দুজনের সুখ-দুঃখের সংসারের নানান কথা। সাথীহারা হয়ে আমার এবং এখন অচিন্ত্যদার অবস্থা উপলব্ধি করা অনেক দুঃখের, কষ্টের। এখন গৌরী বৌদিও একা। কারণ আমার দাদা অশোক ব্যানার্জী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। সাধনাদির সঙ্গে কাটানো দিনগুলো ভুলতে পারা যায় না। সবসময় সতর্ক দৃষ্টিতে আমায় আগলে রাখার দায়িত্ব যেন নিজে নিজে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তাই বোধ হয় আমার পক্ষে ভোলা খুব মুশকিল। অচিন্ত্যদা সুস্থ থাকুন আমাদের অভিভাবক হয়ে। রানা বৌমা, মহারাজা ভালো থাকুক এই কামনা করে আমার লেখা শেষ করলাম। সাধনাদির দেখানো পথের পথিক সমিতির কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রইল আমাদের। সাধনাদি লাল সেলাম। সাধনাদি অমর রহে।

ভাতা ও ভর্তুকি ভিত্তিক রাজনীতি

দিব্যেন্দু নন্দী

বর্তমানে একটা বিষয় প্রায়শই নজর কাড়ছে কথায় কথায় ভাতা কিংবা ভর্তুকি। সেটা পড়া, চাকরি হোক কিংবা মদ্যপানে মৃত্যু। যাইহোক প্রতিদিন রাজ্য রাজনীতির মাতব্বরা দুচারটি সংবাদ সম্মেলনে, সভামঞ্চে দুমদাম বলে দিচ্ছেন অমুক তমুক ভাতা বা প্রকল্পের কথা। মানুষের কাছে একটু মশলা মাখিয়ে মিডিয়াও গেলাচ্ছে রোজ। এর ফলে যখন ক্ষণে ক্ষণে মানুষের গুরুপাক হচ্ছে তখন জেলুসিল কিনতে গিয়ে মাথায় হাত। ভনিতা বাদ দিই। গত বিধানসভা নির্বাচনে বর্তমান শাসকদলের পুনরায় ক্ষমতা দখলের বেশ কিছু কারণের মধ্যে অন্যতম এই ভাতার রাজনীতি। দেশ ও রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যখন পিছনে পা বাড়াচ্ছে, তখন সরল সমীকরণ সূত্রে মানুষের কাছে আসছে ভিন্ন ভিন্ন ভাতার কথা, প্রকল্পের কথা। আসলে এর ক্ষতিটা কি?

প্রথমত যেসব ভাতা/প্রকল্পের কথা আজ বড়ো বড়ো হোডিং এর হরফ হয়ে ফুটছে তার একটা বড়ো অংশ ২০১১ এর আগে থেকেই শুরু হয়েছে বা তারজন্য বরাদ্দ আগেই করা হয়েছিল। আজ শুধু নীল সাদা রঙ লাগানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত এখন মাননীয়া প্রায়শই ভাতা ও প্রকল্পগুলিকে যে সার্বজনীন স্বীকৃতি দিচ্ছেন, তার বরাদ্দ অর্থকে যদি রাজ্যের জনসংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে আশারাখি মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এককথায় উচ্চারণ করতে পারবেন না। উল্টো দিকে রাজ্যের ধারের বোঝাও বেশ ভারি।

বাম আমলের শেষ পাঁচ বছরের মধ্যেই দেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থনৈতিক মন্দার একটা সোঁদা গন্ধ আসছিল। সেই গন্ধ ঠাওর করতে পেরেই রাজ্যের বুনিয়াদী ভিত্তি ও অর্থনৈতিক দিক ভেবেই এক পা এগিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছিল। মন্দার প্রত্যক্ষ আঁচ মানুষের গায়ে না ফেলার প্রচেষ্টায় কৃষিকে ভিত্তি করেই শিল্পের দিকে এগোনোর চেষ্টা। তারপর যা হল তার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, কম বেশি সকলেই জানি রাজ্য রাজনীতির সেই ছন্দ পতন। ফলে ২০১১ থেকে ২০১৯ এই অর্থনৈতিক মন্দার উত্তাপ আর তার পর পরই করোনার তরঙ্গ আমার আপনার মতো সাধারণ মানুষের পকেট ধরে টান দিলো। কাজ হারানোর পর পুঁজি ভেঙে খেতে খেতে হঠাৎ যখন মানুষ ক্ষেপে উঠেছিলেন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, তখনই গদি বাঁচাতে ফাঁপা আওয়াজ বহু কিছু করার। উজালার গ্যাসে দাম বাড়ছে আপনি ভাবছেন। পেট্রোপণ্যে রাজ্যের ট্যাক্স মকুব করলে তো হয় আপনি ভাবছেন, ওরা বলছে মাসে ৫০০/ ১০০০। ভোট পেরলো কিন্তু সরকার এখন আবার চুপ। আদতে ওনারাও জানেন শেষ দশবছরে যে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের কিনে খাবার ক্ষমতা হারিয়েছে। এই মন্দার সময়ে যখন কোটি কোটি মানুষ কাজ হারাচ্ছেন তখন এই ভাতা বা প্রকল্প মানুষের কাজে দেবে না। যেমন এই করোনার সময় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে কাজ কি হল? করোনা রোগীর চিকিৎসা করতে হলো নিজের ট্যাঁকের পয়সা দিয়েই।

হিটলারের সেই মুরগিকে দানা খাওয়ানোর গল্পের মতোই প্রতিদিন আমার আপনার কাছে আসছে এই ভাতা বা প্রকল্পগুলো। অত্যবশ্যকীয় পণ্য আইন বাতিল, বেসরকারিকরণ, জনবিরোধী কৃষি, বিদ্যুৎ, পণ্য আইন ও শিল্পহীনতাকে আড়াল করতে এইসকল ঘুঁটি সাজানো। আর এখনও যদি আপনি এতে মরার আগের হরিনামে দুহাত তুলে নাচতে থাকেন আর ভাবেন এই বেশ, তবে ওরাতো সফল হবে, আর আপনার ট্যাক্সের টাকা আপনাকে নিতে হবে ভিক্ষার মতো করে। একটা সময় এই বাংলার যৌবনে ছিল কৃষি আমাদের ভিত্তি শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ এই স্লোগানের বাস্তবায়নের স্বপ্ন। ক্রমেই এসে গেল ভাতা আমাদের ভিত্তি ভিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ। অধিকারের কোনো ভর্তুকি হয় না ভাতা বা প্রকল্পের ভাঁওতা আজ আপনাকে সাময়িক স্বস্তি দেবে কিন্তু আগামীতে আপনার সামনে শুধুই অন্ধকার।

লেখক : বর্ধমান বিঃ-এর একটি মহাবিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরের ছাত্র

ভারতেতিহাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে—বর্তমান প্রজন্ম

রঙ্গনকান্তি জানা

'অতীত' এবং 'ইতিহাস' শব্দ দুটির অর্থ এক নয়। অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর এক নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় এবং বিশ্লেষণ ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে উত্তর প্রজন্মের কাছে। ইতিহাস হল সমাজবদ্ধ অতীত মানুষের তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিপূর্ণ জীবন ব্যাখ্যা। তবে না দেখা অতীত। একক মানুষের দৈহিক উপস্থিতি সমাজে অবশ্য আছে, তবে তার কোনো ইতিহাস থাকতে পারে না। মানুষ যখন সামাজিক হয় তখনই তার স্থান ইতিহাসে হতে পারে। ইতিহাস গবেষক যে সব তথ্যকে ইতিহাস রচনায় ব্যবহার করে তা অতীতকালের অবশ্যই এবং সংখ্যা নেহাত কম নয়। ইতিহাস গবেষকের ব্যবহারের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্যের চরিত্র বদল ঘটে যায়। বিজ্ঞান ও ইতিহাস তথ্য নির্ভর হলেও গবেষকের (ইতিহাস) কাছে কোনো বিশেষ তথ্যকে পরীক্ষা করার কোনো উপায় নেই। বিজ্ঞান গবেষকদের কাছে অবশ্যই আছে। যে সুযোগ বিজ্ঞানের গবেষকের কাছে রয়েছে। প্রাপ্ত সব তথ্যের সহযোগে কোনো এক বিশেষকাল পর্বের সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনচর্যার ব্যাখ্যা ও যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা ইতিহাস গবেষকের মূল লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। গবেষক নির্মোহভাবে যুক্তির সাহায্যে কোনো এক বিশেষ কালপর্বের সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনচর্যার ব্যাখ্যায় উদ্যোগী হয়। তবে না দেখা অতীতের ব্যাখ্যায় কল্পনা প্রবণতা কী একদম থাকে না, মনে হয় ধারণাটা ভ্রম। তথ্যের ভিত্তিতে না দেখা অতীতের দৃশ্য কল্প নির্মাণ করাই গবেষকদের মূল লক্ষ্য থাকে। তবে সাহিত্যিকের মতো নয়।

মানব সভ্যতা তৈরি হবার অনেকদিন আগে পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। মানুষ সভ্যতা সৃষ্টির ঠিক কোন সময় থেকে সময়কে মাপছে বলা দুষ্কর। তাই 'অনুকুল-পল-দণ্ড- প্রহর-দিন-মাস-বৎসর'-এর হিসাব মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিন্তার ফসল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই 'ইতিহাস' কথাটার সহজ ব্যুৎপত্তি হল 'ইতি-হ-আস'। এই সূত্র ধরে বলা যায়—অতীতে ঠিক যেমনটি ঘটেছিল সেই না-দেখা চিত্রটিকে আঁকতে বা বর্ণনা দিতে ঠিক কী কী প্রয়োজন। এর উত্তর অবশ্যই তথ্য, অবশ্যই পাথুরে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ। এই তথ্য মিলবে বিভিন্ন উপাদান থেকে। এই তথ্য উপাদানকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—নথি ও সাহিত্যগত তথ্য উপাদান এবং পুরাতাত্ত্বিক তথ্য উপাদান। ইতস্ততভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তথ্য উপাদানগুলি পাওয়া গেলেও, মূলত আজ দুটি স্থানে সুরক্ষিত এবং সঠিকভাবে সংরক্ষিত অবস্থায় এদেরকে পাওয়া যায়—সংগ্রহশালা এবং লেখাগার। প্রাচীন ভারতবর্ষে অতীত ঘটনা লিপিবদ্ধ করার অনীহা, অতিরঞ্জন, দেশ ও কালের সুনির্দিষ্ট ধারণার অভাব, লোককথার মিশেল, ইতিহাস চর্চাকে আজকের দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হয়, ঠিক যুক্তির পুষ্টি জোগাতে পারেনি। তাই তর্ক-বিতর্কের মাত্রা অনেক বেশি। মধ্যকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাসচর্চায় সে মাত্রা অনেক কম। একথা ঠিক মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল আছে মানুষের মনে চেতনে-অবচেতনে। আজ যে মানুষ যৌবনের দূত, কয়েক দশক পরে সেই মানুষ বার্ধক্যে ন্যুব্জ। তাহলে একই মানুষ তার জীবৎকালে অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। একই মানুষ তার জীবদ্দশায় একাল এবং সেকালের মধ্যে সেতু হিসাবে কাজ করছে। তাই আজ ইতিহাসের গবেষক বা চিন্তাবিদদের কাছে 'ইতিহাস' কথাটির মূল অন্তর্নিহিত অর্থ হল—অতীতাশ্রয়ী ঘটনার আলোকে না দেখা কালের সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনচর্যার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা। আজকের ইতিহাস চর্চায়—কী, কে, কেন, কোথায়, কখন এবং কেমন করে এই ছয়টি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কোনো হেরফের হয়নি। হবেও না বলাই বাহুল্য। এই ব্যাখ্যার সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হতে পারে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এটা সুস্থ চিন্তার সদর্থক লক্ষণ।

'একদা এক দেশে এক বলবান রাজা ছিলেন' কী ইতিহাস বলে গণ্য হতে পারে? এখনতো অনুসন্ধানের মূল লক্ষ্য মানুষের ইতিহাস। গল্পকথা ও অতি কথা ইতিহাসকে বিকৃতির পথে টেনে নিয়ে যায়। তথ্যনির্ভর মানুষের ইতিহাস রচনাই একুশ শতকের ইতিহাস গবেষকদের কাছে একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে। প্রাক্-ঔপনিবেশিক সময়কালের কথা বাদ দিলে আমাদের এই ভারতবর্ষে নতুন করে ইতিহাস অনুসন্ধিৎসার সূচনা হল ঔপনিবেশিককালে। এই বিশাল বিস্তৃত ভৌগোলিক খণ্ডের প্রকৃত স্বরূপটি অনুধাবন করা, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে বিশেষভাবে অত্যাবশ্যক হয়েছিল। এই প্রয়োজন আরও বেশি করে অনুভূত হবার কারণ বোধ হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমাজ-সংস্কৃতির বিরাট পার্থক্য। তবে অনুসন্ধিৎসার পেছনে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির এই উপমহাদেশে অধিকার সম্প্রসারণের কুটিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 'বঙ্গভঙ্গ'-এর ঔপনিবেশিক চেষ্টার ফলে উদ্ভূত আন্দোলনের প্রবল প্রবাহ স্বদেশকে জানার আগ্রহ শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে বহুগুণে বৃদ্ধি হয়েছিল। এই সময় শুধুমাত্র স্বদেশের ঐতিহ্য সচেতন ঐতিহাসিকরা নন, বহু শিক্ষিত বঙ্গবাসী দেশের অতীত গৌরব এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে লেখনীর মাধ্যমে, উপস্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কারণ হল পরাধীন জন মননে জাতীয়তাবাবোধের সর্বাত্মক বীজকে প্রোথিত করা। যা শুধুমাত্র বঙ্গদেশ নয় (অবিভক্ত অর্থে) ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও দেখা গিয়েছিল।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর নতুন রাষ্ট্র আজ সাতটি দশক পার করে আটের দশকে প্রবহমান। রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক-সংস্কৃতির এবং ধর্মীয় চেতনায় আজকের ভারতবর্ষের পরিমণ্ডলে ইতিহাস গবেষকদের অনুসন্ধানের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এনেছে। সবরকম সাম্প্রদায়িকতার ও বিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে এক ধর্মনিরপেক্ষ বাতাবরণ তৈরি করতে প্রবীণ ও নবীন গবেষকরা এক সদর্থক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত। যা পরবর্তী ভবিষ্যত প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে, যা সঠিক উন্নয়নের স্বার্থে ক্রিয়াশীল থাকবে, কোনোভাবেই বিভেদকামী মনোভাবের বশবর্তী না হয়ে। এই সূত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্কুল পাঠ্য ইতিহাস বইগুলির বিষয় ভাবনার উপস্থাপন সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া। নতুন প্রজন্মের সামনে দেশ এবং দেশের বহমান মানব সভ্যতার ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বাহুল্য বর্জিত অতিরঞ্জন বর্জিত বিচ্ছিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপনে উদ্যোগী হওয়া। শুধুমাত্র স্কুল পাঠ্য, মহিলাবিদ্যালয় পাঠ্য বা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাসের বিষয়সূচিতে নয় নব-সাক্ষরদের মধ্যে দেশ সম্পর্কে সদর্থক ধারণা তৈরি করা অবশ্য কর্তব্য। স্থানীয় আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার একত্রিত রূপটি যেন সামগ্রিক দেশের ইতিহাসের সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়, যার মধ্যে থাকবে না কোনো আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ভেদভাব।

অভিরামপুরে সুনীল মণ্ডলকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২৯ আগস্ট : সচ্ছল পরিবারের সন্তান হয়েও গরিব মানুষের প্রতি তার যে মমত্ববোধ, মৃত্যু দিন পর্যন্ত আদর্শে অবিচল থাকা এবং বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতেরুখে দাঁড়ানোর যে সাহস তিনি দেখিয়ে গেছেন এবং সর্বোপরি এড়াল অঞ্চলের দীর্ঘদিন প্রধান উপপ্রধান এবং আউসগ্রাম-২ পঞ্চায়েত সমিতির সাথে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সততার সাথে মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করার গুণাবলী তিনি রেখে গেছেন আমাদের এই স্মরণ সভা থেকে সেগুলি অর্জন করার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। ২৭ আগস্ট অভিরামপুর হাটতলায় সুনীল মণ্ডলের স্মরণসভায় স্মৃতিচারণায় এই আহ্বান জানান সিপিআই(এম) জেলা নেতা

সুরেন হেমব্রম ও অচিন্ত্য মজুমদার। পরিবারের পক্ষ থেকে তার ভাই ভূতনাথ মণ্ডল তার সাহসের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন অনুনয় মণ্ডল। গত ২২ মে সুনীল মণ্ডল (৭৭) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন। বারিদ ব্যানার্জি সভাটি পরিচালনা করেন।

নাট্যকার ও কবি অলোক সামন্ত প্রয়াত

নিজস্ব সংবদদাতা, বর্ধমান, ২৮ আগস্ট : বর্ধমান এর বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার, কবি, সাহিত্য সংগঠক শিক্ষক অলোক সামন্ত (৭৮) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ২৩ আগস্ট। জন্ম হয়েছিল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভাদুড়া গ্রামে। বাবা ছিলেন অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ সামন্ত। কলকাতা আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতক। তারপর রাজনৈতিক কারণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অলোকভূষণ বর্ধমান শহরে ডেরা বাঁধেন। লড়াকু জীবন। টিউশনি করে জীবন শুরু। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও বি.এড. ডিগ্রি লাভ করেন। বর্ধমান সি.এম.এস স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হন,অবসর নেন ২০০৩ সালে। শৈশবেই পদ্য আর নাটক লেখা শুরু। জীবনের প্রথম পর্বে পদ্যের চেয়ে নাটকের জগতে ঘোরাফেরা বেশি। নাটক রচনা ও নির্দেশনায় তিনি চলে আসেন একেবারে আশির দশকে। তাঁর প্রথম মঞ্চাভিনয় ছয় বছর বয়সে এবং অভিনয় জীবন শেষ হয়েছে ১৯৯১ সালে। তাঁর রচিত সারা জাগানো নাটকের মধ্যে আছে তিন রঙের পালা, দুজনে যেতে চাই, বন্ধুর পথ (শ্রুতি নাটক), কর্ণ হরন, শিবগাজনের পালা প্রমুখ। এই নাটকের পাশাপাশি তিনি পদ্য লেখার কাজটিও চালিয়ে গেছেন।

প্রবীণ সিপিআই(এম) নেতাকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ আগস্ট : সিপিআই(এম) কালনা-১ এরিয়া কমিটি এলাকার প্রবীণ নেতা বৃন্দাবন সরকারের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় সিমলন গ্রামে। বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে দীর্ঘদিন ভোগার পর গত ১১ জুন ভোরে সিমলনস্থিত নিজ বাসভবনে তিনি প্রয়াত হন। এদিন স্মরণসভায় শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সুকুল সিকদার। প্রয়াত নেতার স্মৃতিচারণা করেন বীরেন ঘোষ, রাখহরি সেন, মধুসূদন রায় প্রমুখ। বক্তারা প্রয়াত নেতার লড়াই আন্দোলনের কথা তুলে ধরেন। পাশাপাশি তারা বলেন, যতদিন সমাজের বুকে শোষণ-বঞ্চনা অত্যাচার থাকবে, ততদিনই কমিউনিস্ট ও লাল ঝাণ্ডা থাকবে। আরএসএস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেট সংস্থার স্বার্থবাহী কাজ করে চলেছে।

—দুয়ের পাতার পর

স্বাধীনতা সংগ্রামে

আজাদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিপ্লবী দলে যোগ দেন। দল সংগঠনে প্রথমে আগ্রায়, পরে পাঞ্জাব সহ বিভিন্ন জায়গায় যান। তাঁদের সংগঠনের নাম ছিল 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'। এই দল রাশিয়ার বিপ্লবে এবং কলকাতা, কানপুর ও বোম্বাইয়ে শ্রমিক ধর্মঘটে অনুপ্রাণিত হয়। ১৭ ডিসেম্বর ১৯২৮-এ দলের প্রথম কাজ ছিল ভগৎ সিং কর্তৃক প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ডার্স নিধন। বটুকেশ্বর ও ভগৎ সিং রাজ্য-শাসন ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানানোর জন্য দিল্লির পার্লামেন্ট ভবনের গ্যালারি থেকে দুটি বোমা ছোঁড়েন ও কিছু প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেন। একই সঙ্গে 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' ও 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক্' ধ্বনি তুলে শান্তভাবে আত্মসমর্পণ করেন। পাঞ্জাবে তাঁদের বিচারের নামে প্রহসন চলে এবং বিস্ফোরক আইন ভঙ্গ ও হত্যাপ্রচেষ্টার দায়ে দুজনে দ্বীপান্তরিত হন। তাঁরা মুক্তি পান ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৫ পর্যন্ত দাদার বাড়িতে অন্তরীণ থাকেন। স্বাধীনতালাভের পর পাটনায় বসবাস করেন এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর প্রয়াণ ঘটে ১৯৬৫-র ১৯ জুলাই।

বিপ্লবীর জন্মভিটে সংরক্ষণ করা এবং সরকারি উদ্যোগে বাড়িটিকে হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করতে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়েছেন বটুকেশ্বর দত্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি। ২০১৩ সালে তাঁদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়। রাজ্য পর্যটন বিভাগ কয়েক দফায় ১ কোটি টাকা অনুমোদন করে। ইতিমধ্যেই বিপ্লবীর জন্মভিটে এবং মাটির দোতলা বাড়িটি সংরক্ষিত হয়েছে। বটুকেশ্বর দত্ত এবং ভগৎ সিং বেশ কিছুদিন খণ্ডঘোষের ওঁয়াড়ি গ্রামে আত্মগোপন করে ছিলেন। বটুকেশ্বর দত্তর বাড়ির পিছনেই অবস্থিত ঘোষ পরিবারের সেই বাড়ি। সেই বাড়ির একটি গোপন জায়গায় তাঁরা লুকিয়ে ছিলেন।

প্রকাশিত হচ্ছে

কবি অতনু গড়াই-এর

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ

~b!Ýb£*ëû bÐyûü tÒ

সমসাময়িক কবিতার গ্রন্থ ।। মূল্য : ১৫০ টাকা

bTMyçëûy ëyöìì : বর্ধমানে অরূপ লাহা, সুভাষ মণ্ডল ওড়গ্রাম ও রমাপদ মণ্ডল গুসকরায়। এছাড়াও কবির ঠিকানা গ্রাম—জারা ক্ষীরপাই পশ্চিম মেদিনীপুরে।

প্রান্তজন—আত্মজন (১৯)

রত্না রশীদ

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে মোটামুটি স্বচ্ছল মানুষজন যেমন ছিল, অত্যন্ত গরিব দিন আনা দিন খাওয়া প্রান্তজনও ছিলো। তাদের খুব খাবার কষ্ট। ভালো জামাকাপড় থাকতো না, পায়ে জুতো থাকতো না। রংচটা পুরনো এক আধটু ছেঁড়া কাপড়-জামা পরে খালি পায়ে ধুলো মাখা হয়ে একমুখ হাসি নিয়ে তারা আমাদের খোঁজখবর নিতে আসতো। গরিব হলে হবে কি, দুহাত ভর্তি করে আমাদের জন্য ঘরে ভাজা মুড়ি, চালভাজা, কতো রকমের নাড়ু নিয়ে তবে আসতো। সেই অমূল্য খাদ্যস্বাদ চিনেছি বলেই বহুদিন পর্যন্ত আমি দোকানের কেনা মিষ্টিতে স্বাদ পেতাম না। আশপাশের প্রতিবেশীরা ইচ্ছে করে আমাদের শোনাতো, পোষাক আর চেহারা দেখেই আমরা বুঝতে পারি ওরা তোদের বাড়ির কুটুম। কখনো কখনো ওদের সামনেই বলতো। মানুষের হৃৎপিণ্ডে তীর চালাতে সাজুগুজু মানুষজন এক সেকেন্ডও ভাবে না।

যা বলছিলাম, গরিব মানুষের বারোমেষে অন্নচিন্তা থাকেই। মানুষ মানুষকে দারিদ্র্যের জন্য বিদ্রুপ করলেও, প্রকৃতি তার সন্তানের খাবার ব্যবস্থা করে রাখে। ওদের কথার খেই ধরেই কিছুটা ধরতে পারি।

মা : হ্যাঁ দাদা, এখন তো ভরা ভাদর। গাঁয়ে কাজ কম্ম কম। তোমরা ক'টা মাস এখানে কাটিয়ে যাও।

মামা : নারে। অতো ভাবিস কেন, চাষের কাজ নেই তো কি হবে, অন্য কাজ কিছু কেমন করতে হবে।

মা : সে আবার কি! এটা কোনো কথা হলো। কিছু কেমন মানে তো জুটলে কাজ হবে, নইলে নয়।

মামা : অতো ভাবলে কি আর চলে রে! দিন আমরা ঠিক চালিয়ে নেবো। আর আমি কি একা নাকি। আমাদের মতো সব মানুষেরই ভাদরে ভাতের টান।

মা : সে জানি। তবু এসে যখন পড়েছোই, পুজো কাটিয়ে তবে যাবে।

মামা : (সশব্দে হেসে) তুই বোন উল্টোপুরাণ শোনাসনি। কোথায় আমি এই দুগ্গাঠাকরুন বোনটিকে ছেলেপুলে সঙ্গে পুজো কটাদিন নিজের কাছে নিয়ে যাবো, রাখবো, আদরযত্ন করবো, তা নয় আমি বোনের কুটুম হবো! তুই অতো চিন্তা করিস না তো। ভাদর মাসটা তাল খেয়েই কাটিয়ে দেবো। ও জিনিষের কোনো অভাব নেই।

তাল খেয়ে ভাদর মাস যাবে! আমি শুনে অবাক! অবশ্য গম খেয়ে মাস কাটানোর অভিজ্ঞতা ততদিনে আমার হয়ে গেছে। কিছুই আর অসম্ভব মনে হয় না।

ওদিকে খেলার মাঠে সৃষ্টিধর আমাদের 'ভিক্ষে ভিক্ষে খেলা' শেখাচ্ছে। ভাদ্র মাসেই কেবল এই খেলা হয়, আর হয় পৌষ মাসে। ভাদ্রের ভাদু গান একটু নাম পাল্টে টাল্টে টুসু গান। ''ভাদু আমার মা গো''—ভাদ্রমাসের এ গানই পৌষ মাসে হবে—''টুসু/তুসু আমার মা গো''—এই রকম। এতে কোনো লজ্জা নেই। সবাই যে কাজ একসঙ্গে নেচে গেয়ে করে তাতে কেবলই আনন্দ, লজ্জা নেই কোনো। তো সৃষ্টি বললো, 'চল বাড়ি থেকে একটু ঝুড়ি আর গামছা নিয়ে আসি।' তখন তো আমরা নতুন খেলা শেখার আনন্দে সৃষ্টিকে গুরু মেনেছি। বলা মাত্রই এক দৌড়ে একটা ঝুড়ি নিয়ে এলাম, আর একটা গামছা। অনেক খেলার বন্ধু ছিল সেখানে, কিন্তু কেউ ওসব আনার সাহস দেখালো না, বাড়িতে বকবে। আমাদের বাড়ি তো হরিঘোষের গোয়াল, ছোটোরা ইচ্ছেমতো যা খুশি করতে পারে।

ঝুড়ি গামছা নিয়ে সৃষ্টি বললো, একটু রঙ মেখে সাজতে হয়। রাস্তার কলপাড়ে কমলা ইট ঘষে ঘষে লাল চন্দনের মতো কমলা রঙ বেরোলো, আর মাটি। ওই মেখে মুখ পাল্টে নিয়ে আমরা রাধাকৃষ্ণের ভূত সাজলাম, তারপর শুরু হলো ঝুড়ি বগলে গান গেয়ে রিহার্সাল, আমার লম্বা ফ্রকটা পেছন দিক থেকে তুলে ঘোমটা দিয়ে রাধা সাজলাম। তারপর শুরু হলো কৌটো বাজিয়ে বাজিয়ে যা খুশি নাচের সঙ্গে সৃষ্টিধরের ভাদু গান—

ভাদু আমার মান কাইরেচে
গড়িয়ে দিবো চুড়ি
হাতে দিবো সুনার বালা
গলাতে সাতনরি...

অনেক মানুষ জমে গেলো গান শুনতে যতো না, এই অবাক কাণ্ড দেখতে। এই লোকো কলোনীতে এই গান কেউ আগে শোনেনি। গান শুনে যে ফেরি দিতে হয়, তাও কেউ জানে না। সুতরাং কারো দুয়ারে ভিক্ষে চাওয়াও হলো না, ভিক্ষাও মিলালো না। তবে আমাদের ঘিরে ঘরে কাকু কাকিমাদের কী হাসি—কী হাসি!

(চলবে)

সভাপতির কাছে প্লাবিত এলাকার মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৭ আগস্ট : আট দিন জলবন্দী থাকার পর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির নিকট হাজির হলেন প্লাবিত এলাকার মানুষ। তারা বৃষ্টির জল সরানোর জন্য আবেদন জানান। সভাপতি এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। উল্লেখ্য নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল থাকার কারণে বৃষ্টির জলে কয়েকটি পরিবারের বাড়িঘর আট দিন ধরে প্লাবিত হয়ে আছে। ঘটনাটি পূর্বস্থলী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মধ্য শ্রীরামপুরের। কয়েকটি বাড়িতে এক সপ্তাহের অধিক দিন জল দাঁড়িয়ে আছে। ফলে এখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই প্লাবিত এলাকার একটি প্রতিবেদন গণশক্তি পত্রিকা প্রকাশিতও হয়।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি

পাটের জাগ টানতে গিয়ে মৃত্যু ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২৮ আগস্ট : পাটের জাগ টানতে গিয়ে পৃথক ঘটনায় দুইজনের জলে ডুবে মৃতু হয়েছে। ঘটনা দুটি ঘটেছে গতকাল বিকেলে পূর্বস্থলী থানার মাজিদা পঞ্চায়েত ও নিমদহ পঞ্চায়েত এলাকায়। মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম আটপাড়া গ্রামের বাসিন্দা টোটন আলী শেখ (৩২) নামের এক কৃষক স্থানীয় বাওরখাল বিলে পাটের জাগ সরাতে গিয়ে জলে ডুবে যায়। অন্যদিকে নিমদহ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একাদশ শ্রেণির ছাত্র সুবীর দাস (১৬) প্রতিবেশীর সঙ্গে পাটের জাগ সরাতে গিয়ে জলে ডুবে যায়। দুজনকেই উদ্ধার করে পূর্বস্থলী ব্লক হাসপাতলে নিয়ে এলে ডাক্তারবাবু তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। কালনা মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহ দুটির ময়নাতদন্ত হয়।

রেল হকাদের বিক্ষোভ সভা কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৯ আগস্ট : লোকাল ট্রেন চালানো সহ বিভিন্ন দাবিতে আজ কালনা রেল স্টেশন চত্বরে বিক্ষোভ সভা করেন রেল হকাররা। অন্যান্য দাবিগুলি হল—অবিলম্বে স্কুল খোলা, রেল হকারদের উপর রেল প্রশাসনের অত্যাচার বন্ধ করা, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা। সিআইটিইউ অনুমোদিত পঃ বঙ্গ রেল হকার ইউনিয়নের উদ্যোগে এই সভায় ভাষণ দেন এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন বাম সংগঠনের প্রতিনিধিরা। বক্তব্য রাখেন অজয় দাস, হারু ঘোষ, তাপস দাস, কমলাক্ষী সরকার, সঞ্জিত মুখার্জি প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন গোবিন্দ রায়। বক্তারা বলেন, লোকাল ট্রেনকে ব্যবহার করে রেল হকার, রিক্সা, টোটো, অটো, পরিচারিকা সহ বহু শ্রমজীবী মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেন। ট্রেন বন্ধ থাকায় তাদের রুজি রোজগার একেবারে বন্ধ। এইসব শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথাশীঘ্র লোকাল ট্রেন চালাতে হবে। রেল হকারদের একটি প্রতিনিধি দল নির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে একটি স্মারকলিপি অম্বিকা কালনা স্টেশন মাস্টারকে প্রদান করে।

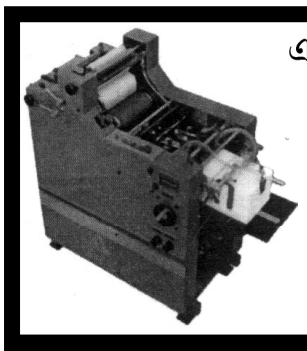

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

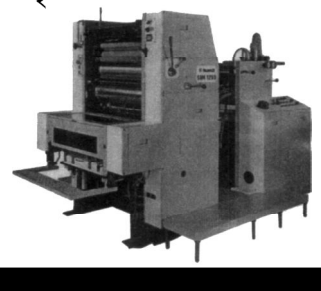

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা